আগামী বছরের অর্থনীতি – কিছু ভাবনা

ড. এ.কে. এনামুল হক

দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ছে এমন সংবাদ এখন কেবল অন্ধজন ছাড়া সকলেই আশংকা করছে। তাদের এই মতের নানা কারণ – গত দুমাস যাবত বিরোধীদলের অবরোধ এর মূল কারণ কি না তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবে এর প্রভাবত রয়েছেই। তবে এটুকু বলা মুশকিল হবে যে, এটাই একমাত্র কারণ। সাম্প্রতিক কয়েকটি খবর প্রণিধানযোগ্য। কয়েকদিন আগের একটি সংবাদ ছিল এইরকম। বাংলাদেশ এক্স-পো ২০২০ বিষয়ক একটি নির্বাচনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে অর্থাৎ রাশিয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এর ফলে আমিরাতে বাংলাদেশীদের ধরপাকড় চলছে। আমিরাত সরকার বিষয়টি খুব একটা সহজ ভাবে নেয়নি বিষয়টিকে। তবে বলে রাখা ভাল আমিরাতই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল। কিছুদিন আগে দুবাই গিয়েছিলাম। প্রায় সকল দুবাই বাসী তখনই বিষয়টি বলেছিলেন। মজার ব্যাপার হলও – ঐ ভোটাভুটিতে ভারত কিন্তু আমিরাতকেই ভোট দিয়েছিল। বলা বাহুল্য আওয়ামীপন্থী বা কর্মী বেশ কিছু দুবাই বাসী তখন বলেছিলেন যে 'ভোট ছিল গোপনীয় তাই তারা কি করে জানলো যে বাংলাদেশ রাশিয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল?' তাদের মতে বিষয়টি নিতান্তই প্রোপাগান্ডা। আমি নিজে বিষয়টি জানিনা বলে কেবল শুনেই এসেছিলাম আর ভাবছিলাম – ঘটনা যাই হোক না কেন তা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ অসংখ্য দরিদ্র জনগণ মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমায় চাকুরীর আশায়। তাও বুঝি বন্ধ হতে যাচ্ছে আমাদের বিদেশমন্ত্রীর অদক্ষতায়!

বলছিলাম আমাদের অর্থনীতির দুর্ভাগ্যের কথা। আরও কিছু ঘটনা এই বছর ঘটেছিল যার ছাপ গোটা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে। যেমন – রানা প্লাজার ধ্বস কিংবা তাজরীন ফ্যাশনের অগ্নিকান্ড ও শত শত প্রাণহানি। এর ফলে গোটা বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। যাকেই দায়ী করার চেষ্টা করি না কেন শেষ পর্যন্ত দুটো ঘটনাই সরকারের আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা। এই দুটো ঘটনার পর এই প্রথমবারের মত ক্রেতা ও বিক্রেতা পশ্চিমা বাজারে মুখোমুখি। ফলে ক্রেতাদের প্রশ্নের মুখে গার্মেন্টস পণ্যের চাহিদায় চিড় ধরেছে। চটকরে তাদের পক্ষে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব না হলেও অবস্থা একই থাকবে না বা থাকতে পারে না। আমার জানামতে একটি কম্পিউটার ফার্ম রোবটের মাধ্যমে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছে। ব্যবস্থাটা এই রকম হবে – রোবটটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাদের নির্দেশে রোবটটি ফ্লোরের যেকোনো স্থানে যাবে এবং লাইভ ছবি পাঠাবে। যে সকল গার্মেন্টস শিল্পকারখানা এই রোবটটি তার ফ্লোরে রাখবেন না সেখান থেকে তারা পণ্য কিনবে না। রোবটই জিপিএস টেকনোলজি ব্যবহার করবে ফলে কখন তা কোথায় আছে তা ক্রেতারা সংগে সংগেই জানবে। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থার প্রচলন এই প্রথম ব্যবহৃত হবে আর তা হবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে। বিষয়টির মূল অর্থ হলও যে, আমাদের শিল্পপতিরা সাবধান হওন। আরও দুর্ভোগ আসছে।

আরও একটি সংবাদ পত্রপত্রিকায় এসেছে। এই প্রথম বাংলাদেশ পেট্রোল আমদানি কমিয়েছে। অর্থাৎ দেশ প্রকারান্তরে অনেক পেট্রোল বেঁচে গিয়েছে! কি করে? অবরোধ করে! এটুকুনও বলা যাবে যে, এই প্রথম আমরা বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব কমাতে সহায়তা করতে পেরেছি। আমরা কার্বন গ্যাস নিঃসরণ কমিয়েছি। আমরা সফল হয়েছি!

সংবাদ মাধ্যমে আর যে সব সংবাদ এসেছে – তা হলও গত ৩৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা সবচেয়ে কম বৈদেশিক মুদ্রা পেয়েছি আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে। টাকা প্রেরণের এই অধোগতি নিতান্তই সাময়িক বলেই ধারনা করছি।

প্রশ্ন হল এত সবের মাঝে আমরা কি ধরণের শঙ্কা দেখছি? আশংকা কি কেবল সাময়িক যা রাজনীতির মেঘ কাটলেই শেষ হবে? নাকি এইটি দীর্ঘস্থায়ী হবে। এখন পর্যন্ত আমি স্পষ্ট করে কিছু বলার মত অবস্থায় নেই। বললে তা হবে জ্যোতিষীর ভবিষ্যতবাণীর মত। কারণ সকল তথ্য উপাত্ত এখনও স্পষ্ট নয়। আমাদের ভেবে দেখার বিষয় কয়েকটি।

এক. মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের শ্রমবাজার কি শেষ পর্যন্ত সীমিত হতে যাচ্ছে? এই প্রশ্ন আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যদি তা হয়, তবে বিপুল সংখ্যক লোক যে শেষপর্যন্ত ফেরতই আসবেন তা নয়, আমাদের দারিদ্র বিমোচনের একটি অস্ত্র অন্তত নিস্তেজ হয়ে যাবে। মনে রাখা উচিত, সরকার দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে এই শ্রমবাজারকে ব্যবহার করার চিন্তা করছিল বলেই মন্দা বা চিহ্নিত দরিদ্র এলাকার জন্য কোটা-ব্যবস্থাও চালু করেছিল।

দুই. আমাদের গার্মেন্টস শিল্প কি নতুন নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় টিকে থাকবে? বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবতে হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০টি কারখানা বন্ধের নোটিশ দিয়েছে বলে বিজিএমএ জানিয়েছে। তাদের মতে আগামী মাসে আরও ২০০টির মত কারখানা বন্ধ হবে। বিজিএমএ অবশ্য বলেনি এই একই সময়ে কয়টি নতুন সদস্যপদের আবেদন এসেছে তাদের নিকট। কিংবা গত বছর একই সময়ে কি পরিমাণ কারখানা বন্ধ হয়েছিল। তাই আমার মতে সংখ্যাগুলো সঠিক হলেও উপাত্ত পর্যাপ্ত নয়। কেননা ডিসেম্বরে যেহেতু নতুন ঋতুর প্রভাব থাকে তাই অনেক সময় এই সময়ে অনেক ছোট ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। মার্চ এপ্রিলে অনেক নতুন কারখানার উদ্ভব ঘটে। অপর্যাপ্ত তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ তাই অনেক সময়ই সঠিক হয় না। আবার এটুকুও সত্য যে, অর্থনৈতিক তথ্য কখনই সঠিক হয় না। কিছুটা আন্দাজ থেকেই যায়। যাই হোক, আমাদের এই শিল্প আগামীতে আরও অধিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসবে সে ক্ষেত্রে শিল্পপতিরা তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্বের অন্যকোন দেশে পাড়ি জমালে আমি অবাক হবো না। কারণ অন্তত এরকম কঠিন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে কেউই রাজী হবে না। তার উপর রয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, শ্রমিক বিভ্রাট ইত্যাদি।

তিন. গত ৬ মাস ধরেই দেশের আমদানিতে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমাদের সক্ষমতা প্রশ্নের সম্মুখীন। এর ফলে ২৭ লক্ষ বেকারের সাথে যোগ দেবে আরও লক্ষ লক্ষ বেকার। এই বেকারত্ব তৈরি করবে অসন্তোষের। ফলে আগামীতে রাজনৈতিক অসন্তোষের সাথে আরও একটি মাত্রা যোগ হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করি। গরীব লোক কখনও বেকার হয় না। তারা প্রাণ রক্ষার্থেই যে কাজ পায় তাই করে। বেকারত্ব সাধারণভাবে শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত জনগণের বিষয়। তারাই সাধারণত বেকার হয়। তাই বেকারত্ব সৃষ্টি হয় শহরে। গ্রাম বাংলার বেকারত্ব সাময়িক। শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাকুরীর মূলে রয়েছে বিনিয়োগ। তাই দেশে যখন বিনিয়োগের মন্দা দেখা দেয় তখন বেকারত্ব বাড়ে। একসময় আমাদের দেশের এই বেকার জনগোষ্ঠীর চাকুরীর মূল হোতা ছিল সরকার। ক্রমাগত

তা বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত হয়। তাই বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের মন্দা দেশে অচিরেই বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়াবে। রাজনীতিবিদদের জন্য তা হবে মারাত্মক, অর্থনীতির জন্য ত বটেই।

চার. রাজনীতির বাইরে রাষ্ট্রনীতিতে সরকার ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের নির্বাচনে সকলের সংঘবদ্ধ অনুপস্থিতিই (পর্যবেক্ষক পাঠাতে) তার একটি প্রমাণ। সরকারের এই ব্যর্থতার দায়ও দেখা যাবে আগামীতে। ইতোমধ্যেই বৈদেশিক সাহায্যের ছাড় কমেছে। অর্থাৎ উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হবে। জেদ করে উন্নয়ন চালু রাখতে হলে সরকারকে হতে হবে ঋণ নির্ভর। এর ফলে উন্নয়ন ব্যয় বাড়বে। ঋণগ্রস্থতা অস্বাভাবিক হারে বাড়ানো হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ যদি অন্যায় ভাবে জেদের বশবর্তী হয়ে ঋণগ্রহণের পরিমাণ বাড়ানো হয় তবে গ্রীসের মত অবস্থা আমাদেরও হবে। আগামীতে যিনিই অর্থমন্ত্রী হবেন তার উচিত হবে এই বিষয়টি তার তীক্ষ্ম নজরে রাখা।

পাঁচ, আমাদের মত দেশে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধিষ্ণু। এখানে ঝড় ঝাপটা যেমন বেশী তেমনি সরকারী ব্যর্থতা বা অর্থনীতিতে চাপ বাড়লে, অস্থিরতাও বাড়বে। এই প্রেক্ষিতে দেশে যদি ভুলবশত বিশ্ব মানচিত্রে একঘরে হয়ে পড়ে তবে তা যে কোনো সরকারের জন্য হবে অত্যন্ত মারাত্মক। পৃথিবীতে একঘরে হয়ে পড়া দেশের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশী নয়। উত্তর কোরিয়া একটি যার মাত্র একটি স্থায়ী বন্ধু রয়েছে। আরও রয়েছে সোমালিয়া – যেখানে চলছে গৃহযুদ্ধ এবং যেখানে চলছে মৌলবাদী শক্তির সাথে অন্যদের লড়াই। তৃতীয় একটি দেশ হলো ইরান। এখানে তারা অন্তত একটি কয়েকটি দেশকে তাদের সাথে রাখতে পেরেছিলেন। তাদের ছিল বিশাল তেলখনি তার পরও তারা শেষ পর্যন্ত নাকে খত দিয়ে যা তারা একসময় না করেছিলেন তাকেই হা করেছেন।

বছরের এই শেষ সময়ে এই ছিল আমার ভাবনা। আশা করি, নতুন বছরের নতুন সরকার তা নজরে আনবেন।

[অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট।]